312

312
DĀS (Nagendranāth)
Rakta-patākā.
Kalikātā: N. Dāsa, [1930?].
12 p. 19 cm.
The title-poem urging armed revolution and self-sacrifice and a short story 'Bande mātāram'.
PP Ben B 51; PIB 9/38

NATIONAL ARCHIVES

PP BEN B

রক্ত-পতাকা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

মূল্য ছয় পয়সা মাত্র

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

রক্ত-পতাকা।

মরণের খেলা ভারত-মাঝারে বাধিয়াছে মহারণ,
একদিকে তার অসুর বাহিনী অন্যদিকে দেবগণ।
অসুরের হাতে অস্ত্রের বাহার দেবতার নাহি কিছু,
নিরস্ত্র বীরের বুক ভরা বল হটিতে চায় না পিছু।
দেবগণ করে সত্যের দাবী সত্য তাদের ধর্ম,
অসুর দেখায় পশুর বিক্রম সংহার তাদের কর্ম।
দেবগণ দেয় বুক পিঠ পেতে অসুরেরা মারে লাঠি,
কেটে যায় মাথা ভেঙে যায় বুক রক্তে রাঙা হয় মাটি।
অসুর সৈনিক উল্লাসে নাচে, প্রহারে দেবতা মরে—
তবু বলে' যায় 'মারো জোয়ে ভাই!' দেহে যত শক্তি ধরে।
অসুরের মুখে দেবগণ দেয় বুকের রক্ত ঢেলে,
নিভাতে তাদের ক্ষুধার আগুন—ধন্য মায়ের ছেলে।
দেবতার নারী ধরে' টানাটানি অসুর করিছে তাই!
ভূমিতলে ফেলে উলঙ্গিনী করে—লাঞ্ছনার সীমা নাই।
লজ্জাবতী লতা ভূমিতে লুটায় দুই হাতে চোখ ঢেকে,
ফুকারিয়া ওঠে 'ওলি করে' মারো' কি হ'বে পরাণ রেখে!
অমনি পিশাচ অট্টহাসি হাসি তুলিয়া হাতের দণ্ড,
করিছে প্রহার সবলেতে হায়! অবলী লতা ভণ্ড।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মায়ের সন্তান করে অপমান জননী শক্তিহীন,
হায় অভাগিনী ভারত-রমণী ভারতে কাটাও দিন।
তাই অসুরেরা বিশ্বের সেরা সভ্য জাতি নাকি তারা,
চরম সভ্যতা দেখাইছে আজি নারী জাতি ভয়ে সারা।
আনিতে চাহিলে পিতার নামটী তাড়া করে' যারা আসে,
কুলটার সন্তান নিশ্চয় তারা লম্পট পিতার পাশে।
হিংস্র জন্তুর সমান প্রকৃতি নর-মাংসে তারা পশু,
ধর্ম্মই যাদের একমাত্র-শুধু অধর্ম্ম করিতে বসু।
ত্যাগ-ধর্ম্মে নাই অধিকার কিছু ভোগসুখে সদা রত,
মানের বড়াই কোন্ মুখে করে ধূলি শির গর্ব্বোন্নত?
ধর্ম্মাধর্ম্মের ধারেনাকো ধার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন,
তারা কি মানুষ? মনুষ্যহীন—দীনের চেয়েও দীন
নিরস্ত্রের পরে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে যারা,
বীর জাতি তারা মরমে নিশ্চয় দুর্ব্বল নয় কি তারা?
নিরস্ত্র প্রজার সম্মুখে যারা সশস্ত্র সর্ব্বদা রয়,
কাপুরুষ তারা—দুর্ব্বলের সেরা—অন্তরে মরণ-ভয়।
বীর যদি হও, বীরত্ব দেখাও, অস্ত্র দিয়ে কর রণ,
ভারতের শৌর্য্য বীর্য্য হেরিবে কাঁপাইবে ত্রিভুবন।
করেছিল রণ এই ভারতেই শক্ত প্রতাপ বীর,
বাপ্পারাওয়ের বংশধরের গর্ব্বে উন্নত শির।
বীর বাঙ্গালী প্রতাপ ধরি কামান দাগিল যবে,
মোগলের বুক কাঁপিয়া উঠিল, প্রাণভয়ে ভীত সবে।
পাঞ্জাবকেশরী জাগিং সিংহ বীর বলি' পুরু গণ্য,
মরাঠা শিবাজীর বীরত্বে একদিন ভারত হইল ধন্য।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

এই সেই দেশ কত শত যোদ্ধা ছিল যার ঘরে ঘরে,
জোচ্চোরে করিল রাজত্ব হরণ আজি নিরস্ত্র হ'য়ে মরে।
মরিল নিরস্ত্র যতীন্দ্রনাথ কারাগারে তিলে তিলে,
মরিল নিরস্ত্র সেবকের দল ফেলাইয়া যবে দিলে।
মরিল নিরস্ত্র লাজপত বীর জুড়াইল ভব-জ্বালা,
মরিল নিরস্ত্র প্রভানন্দ ঋষি নিরানন্দ হ'ল কালা।
শ্রেষ্ঠ নাগরিক সেন গুপ্ত বীর রেঙ্গুনেতে ঝুলে হানা,
নিদ্রিত মানব জাগিয়া উঠিল—নয়ন মেলিল কানা।
সিংহের গর্জ্জন শুনাইল যবে পড়ে গেল সেকি সাড়া,
সমগ্র রেঙ্গুন মাতায়ে ফিরিল—অসুর করিল তাড়া।
টেনে নিয়ে গেল ভারত হইতে নীরবে ভারত রয়,
কি করিবে হায়! কি আছে উপায়—নয়নেতে ধারা বয়।
বেঙ্গল টাইগার কারাগার মাঝে বিনা দোষে পায় দণ্ড,
আপ্‌শোষে হায়! বুক জ্বলে যায়, চুল ছিঁড়ে করে খণ্ড।
যুবকের বল ভরসা সম্বল সুভাষ জহরলাল,
কারাগারে পচে মৃত্যুশয্যা রচে আঁধারে কাটায় কাল।
বন্দী হয়েছেন দেব সেনাপতি গান্ধী মহাত্মাজি,
সঙ্গিনী কমলা, দেবী সরোজিনী—জেলে যেতে সব রাজি।
পরাধীন জাতি তাহাদের কাছে পশুর অধম জ্ঞান,
কৃমি কীট সম দলিতেছে পায়ে কাহারো নাই কি মান?
জ্বলিয়াছে তাই মরণের চিতা ভারত-মাঝারে ভাই!
মরণ যজ্ঞে আত্মাহুতি দাও—মৃত্যু বিনা গতি নাই।
মহোল্লাসে নেচে ওঠ নর-নারী পতঙ্গ যেমতি ধায়,
অগ্নিকুণ্ড মাঝে ঝাঁপ দেয় ভাই! পিছু ফিরে নাহি চায়।

সাজ সাজ সবে মরণ সমরে ঝাঁপি দাও দলে দলে,
মরণের পথে ভরিয়া উঠুক সমীরণ বেথা চলে।
মরণের খুলি নিয়ে কোলাকোলি কর সবে নর-নারী,
জীবনের খেলা সাঙ্গ করে' দাও পাশাপাশি সারি সারি।
মরণের মন্ত্র কর উচ্চারণ মরণে জুড়াবে জ্বালা,
ভারত-জননি! সাজাও গৌরবে মরণ-বরণ-ডালা।
রক্তের বন্যায় ভাসিয়া যাউক সমগ্র ভারতবর্ষ,
রক্ত-পতাকা উড়াও গৌরবে রক্ত চায় নববর্ষ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বন্দে মাতরম্।

সারা ভারতে যখন সৌরগোল পড়িয়াছে, দলে দলে দেশবাসী লবণ-আইন-অমান্য করিতে চলিয়াছে, এমনই একটা দিনের ঘটনা। সুভাষ তাহার পিতার একমাত্র অল্পবয়স্ক সন্তান। তাহার পিতা একজন ধনবান জমিদার। লবণ-আইন-অমান্য করিতে দেশবাসীর উৎসাহ দেখিয়া ক্ষুদ্র বালক সুভাষেরও হৃদয় সেই সঙ্গে নাচিয়া উঠিল—ইচ্ছা করিল, পিতার মত গ্রহণ করিয়া সেও আইন-অমান্যে যোগদান করিবে। কিন্তু তাহার পিতা ছিলেন, গভর্ণমেণ্টের একজন সম্ভ্রান্ত ধনাধিকারী। কাজেই যখন তিনি শ্রবণ করিলেন, সুভাষ আইন-অমান্য করিবার জন্য সত্যাগ্রহী দলে ভর্ত্তি হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তিনি ভয়ানক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। পুত্রকে ডাকিয়া ক্রোধভরে বলিলেন, বেহায়া ছেলে! গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছা করেছ?

সুভাষ বলিল, বিবাদ নয় বাবা! ন্যায়ের দাবী করবো।

জমিদার মহাশয় বিকৃতমুখে বলিলেন, তারি ন্যায়-বুদ্ধি শিক্ষা হয়েছে, দেখছি। গভর্ণমেণ্টের আইন না মেনে চললে কি হয় জান?

সুভাষ বলিল, জানি—জেলে যেতে হয়।

জমিদার মহাশয় বলিলেন, শুধু জেলে যাওয়া নয়—কামানের গোলা খেতে হয়।

সুভাষ গর্ব্বভরে বুক ফুলাইয়া বলিল, আমি তাও খেতে রাজি আছি বাবা!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জমিদার মহাশয় বলিলেন, খুব বীরপুরুষ দেখ্‌ছি। মিছামিছি প্রাণটা বাজে খরচ করা হ'বে। ও সব পাগ্‌লামি ছেড়ে দাও সুভাষ। মনে রেখো, এত বড় জমিদারী ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী তুমি। প্রবল প্রতাপ গভর্ণমেণ্টের বিরোধী হ'লে তোমার এ জমিদারী থাকবে না। তখন তোমার দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে। যাও, ও সমস্ত ছেলে খেলা ছেড়ে দিয়ে লেখাপড়া শেখ—মানুষ হও। গভর্ণমেণ্টের খুব মন যোগায়ে চল্‌লে-পরিণামে হয়ত একটা 'রাজা বাহাদুর টাইটেল পেতে পারবে। ছেলেমানুষি করে' যেন সে সুযোগের মূলে কুঠারাঘাত করো না।

কিন্তু সুভাষ তাহা শুনিল না। সে তাহার জননীকে ধরিয়া বসিল, সত্যাগ্রহী দলে যোগদান করিতে না দিলে সে প্রাণে বাঁচিবে না। জননীও তাহার পিতার মত তাহাকে যথেষ্ট তর্ৎসনা করিলেন এবং বুঝাইয়া সুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তথাপি কিছুতেই কিছু হইল না। বালকের প্রাণ যেন সত্যাগ্রহী দলে ভর্ত্তি হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। দেশের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়াছে—আত্মবলি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। সে স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, যেমন করিয়াই হউক, সত্যাগ্রহী দলে যোগদান করিবেই করিবে।

সুভাষ নিরস্ত হইল না—গোপনে গোপনে সত্যাগ্রহী দলে ভর্ত্তি হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। জমিদার মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া পুত্রের অবাধ্যতা দেখিয়া একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি একজন কর্ম্মচারীকে হুকুম দিলেন, সুভাষকে নজরবন্দী করিয়া রাখ। যতদিন না তার মতি পরিবর্ত্তন হয়, সে আর যেখানে সেখানে ইচ্ছামত চলা-ফেরা করিতে পারিবে না।

তাহাই হইল। নিজের বাড়ীতে ঠিক রাজপথের ধারে বিতলের একটি কক্ষে সুভাষ বন্দী। বন্দী হইয়া বালকের দুঃখের অবধি রহিল না। দারুণ আপশোষে তাহার বুক পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। হায়! আজ তাহার দেশবাসী কত আনন্দে কত উৎসাহে দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে চলিয়াছে, আর সে তাহাতে যোগদান করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারিল না, আমিও একজন দেশসেবক—দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে আসিয়াছি। এ দুঃখ যে রাখিবার স্থান নাই! পিতার ব্যবহারে বালকের হৃদয়ে বড় অভিমানের উদয় হইল। তখনি সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, সত্যাগ্রহী দলে যোগদান করিতে না দিলে অনশন-ব্রত অবলম্বনে প্রাণ হারাইবে।

ধন্য মহাত্মা গান্ধী! ধন্য তোমার প্রাণমাতানো বুলি! ধন্য তোমার প্রভাব! একটা ক্ষুদ্র বালকেরও হৃদয় তুমি জয় করিয়াছ—দেশের মঙ্গল বিধান করিতে সে তার জীবনের সকল সুখ শান্তি পদদলিত করিয়া মরণের পথে চলিতে শিখিয়াছে।

(২)

সুভাষ বন্দী। আহারের সময় আহার্য্য আসিল—বালক ঘৃণাভরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। পাচক ব্রাহ্মণের সহস্র অনুরোধ সে গ্রাহ্য করিল না—কাহারো অনুনয় বিনয়ে কর্ণপাত করিল না। তখন স্বয়ং জমিদার মহাশয় ও তাঁহার পত্নী সেখানে উপস্থিত হইয়া সুভাষকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন। সুভাষ সে অনুরোধও রক্ষা করিল না। অমনি জমিদার মহাশয় ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, চলে এস গিন্নি! অমন পুতুলের মুখদর্শন করতে নেই। ও খেতে হয় খা'ক, না হয় না খা'ক, যা ইচ্ছা করুক। বলিয়াই গৃহিণীকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

সুভাষ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই হস্তে গরাদে ধারণ করিয়া রাজপথের দিকে তাকাইয়া রহিল। বালক যেন এক ভাবজগতে চলিয়া গিয়াছে। সহসা দেখিল, এক বিরাট সত্যাগ্রহী সেনা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে দিগ্বিদিক মুখরিত করিয়া রাজপথ মাতাইয়া চলিয়াছে। তাহাদের কত উৎসাহ কত আনন্দ—যেন তাহারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে। রাস্তার দুইধারে লোকে লোকারণ্য। সত্যাগ্রহী সেবার প্রত্যেকের গলায় ফুলের মালা দুলিতেছে। যেন তাহারা বরবেশে পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইয়া নববধূ আলিঙ্গন করিতে চলিয়াছে। কে সে তাহাদের বাঞ্ছিতা চির-আকাঙ্ক্ষিতা নববধূ? সে কি মৃত্যু? বালকের শিরায় শিরায় রক্ত-প্রবাহ ছুটিল, অতি দ্রুতবেগে। সেও যে অমনিভাবে মৃত্যুকে হাসি-মুখে বরণ করিতে চায়। হায়রে দুরদৃষ্ট তার!

রাস্তার দুই ধারে গৃহ-বারান্দা ছাদের উপর দাঁড়াইয়া শত শত নর-নারী সত্যাগ্রহী সেনাদলের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। সে কি মনোরম দৃশ্য! সুভাষের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল। সেই সত্যাগ্রহী সেনা-দল যাইবার উচ্চৈঃস্বরে বারবার চীৎকার করিতে লাগিল, 'বন্দে মাতরম্!' সুভাষও সেই সঙ্গে ভাববিভোর কণ্ঠে বারবার বলিতে লাগিল, 'বন্দে মাতরম্!' 'বন্দে মাতরম্!' সুভাষের এমন অবস্থা হইল, যেন সে জানালার গরাদে ডিঙিয়া লাফ মারিয়া সত্যাগ্রহী সেনা-দলের মধ্যে পতিত হইয়া মহানন্দে বলিয়া ওঠে, 'বন্দে মাতরম্!'

দেখিতে দেখিতে সত্যাগ্রহী সেনাদল চলিয়া গেল। তাহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল—অমনি গভীর নিরাশায় অন্ধকারে তাহার বুক ভরিয়া গেল। সে হতাশার স্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, মাগো! আমায় ছেড়ে যাও।

কেন এমন করে' আটক করে' রেখেছ ? সবাই দেশের কাজ করবে—হাসিমুখে মরবে—আর আমি সে সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হ'ব ?

সুভাষ কাঁদিতে লাগিল—কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া মেঝের উপর শয়ন করিল—তাহার পর, সেইখানে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। রাত্রিতে আহারের সময় তাহার পিতামাতা আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া পুনরায় বহু অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু সুভাষ কিছুতেই আহার করিল না। বরং সে পাগলের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, দেশের কাজ করবার সৌভাগ্য যখন আমার হ'ল না, তখন বেঁচে থাকবার জন্য আমার আহারের প্রয়োজন নাই।

জমিদার মহাশয় চোখ রাঙাইয়া সুভাষের প্রতি বিকৃতি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, তবে এইখানে না খেয়েই মরে' থাক। বলিয়াই গৃহিণীকে টানিয়া লইয়া গেলেন। সুভাষ লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহার পিতামাতার মুখেও যেন অনাহারের 'ছাপ' পড়িয়াছে। তবে কি তাঁহারাও তাহার জন্য অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন ? হায় ! হায় ! একি প্রতিজ্ঞা সে করিয়া বসিল ? তাহার জন্য তাহার জনক-জননীও প্রাণ হারাইবে নাকি ? একি বিষম সমস্যা !

সুভাষ নীরবে বসিয়া রহিল—ভাবিতে লাগিল—চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দিল। তাহার পর, সেইখানে শয়ন করিয়া পুনরায় ঘুমের নেশায় অচেতন হইয়া পড়িল।

(৩)

দারুণ দুশ্চিন্তায় এবং অনাহারের কষ্টে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া সুভাষের পিতামাতাও ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া জমিদার মহাশয় স্বপ্নে দেখিলেন, ভয়ঙ্কর এক নারী-মূর্ত্তি তাঁহার বক্ষের উপর ত্রিশূলের অগ্রভাগ স্থাপন করিয়া কম্পিত কলেবরে

কণ্ঠস্বরোদ্গত। নারীর দুইটী চক্ষু তারকা ভেদ করিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে নারী-মূর্ত্তি বলিলেন, দুরাত্মন্! তোমার অপরাধের শাস্তি গ্রহণ কর।

ভয়ে ম্যাজিষ্ট্রার মহাশয়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি সভয়-কম্পিত স্বরে বলিলেন, কে তুমি মা—কে তুমি? অসহ্য! অসহ্য! পুড়ে ম'লাম। আমার অপরাধ কি? ছেড়ে দাও।

মাতৃ-মূর্ত্তি গর্জ্জন করিয়া নারী-মূর্ত্তি বলিলেন, তোমার গুরুতর অপরাধ। আমায় তুমি চিন্‌তে পার্‌ছ না? আমি ভারতমাতা! কেন তুমি আমার তনয় পুত্রকে আটক করে' রেখেছ? এই মুহূর্ত্তে তার-মুক্তি দাও, নতুবা তোমার নিস্তার নাই। আর পার যদি-তুমিও তার পশ্চাৎ অনুসরণ কর।

"আমি-কোথায় যাব?"

"সে কোথায় যাবে। ওরে দুরন্ত! আমার বুকে মানুষ হ'য়ে আমারই অপমান্‌না তুমি সহ্য কর? সয়তান আমার বুকের রক্ত শোষণ কর্‌ছে—ঘোরতর অত্যাচারে জর্জ্জরিত করে' তুল্‌ছে, তাই তুমি অম্লান-বদনে দেখ্‌ছ?"

"আমার কি ক্ষমতা আছে? আমি কি কর্‌বো মা!"

"আগুনে ঝাঁপ দাও। তোমার মরণের ভয় এত? ওরে হতভাগা! রক্ত যে—রক্ত যে! রক্ত বিনা এর প্রতিকার নাই। রক্ত চাই। রক্ত চাই!"

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে মাতৃ-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রার মহাশয়েরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি তিনি সসম্ভ্রমে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া গৃহিণীকে ডাকিয়া সভয়ে স্বপ্নের কথা বলিতে লাগিলেন।

(৪)

সুভাষ ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। সে যেন সত্যাগ্রহী দলে ভর্তি হইয়াছে। তাহার পর, যখন তাঁহারা জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছে, শত শত নর-নারী শাঁখ বাজাইয়া হুলুধ্বনিতে দিগ্বিদিক কাঁপাইয়া তাহাদের কপালে রক্তচন্দন দিয়া গলায় ফুলের মালা প্রদান করিতেছে।

এক জ্যোতির্ময়ী নারী সুভাষের কপালে রক্তচন্দন ও গলায় ফুলের মালা প্রদান করিলেন। অমনি সুভাষ মহানন্দে বলিয়া উঠিল, 'বন্দে মাতরম্!'

নারী বলিলেন, আবার বল বৎস!

সুভাষ পুনরায় প্রাণভরা স্বরে বলিল, 'বন্দে মাতরম্!'

নারী বলিলেন, আবার বল বৎস!

সুভাষ দুই বাহু উত্তোলন করিয়া আবার বলিল, 'বন্দে মাতরম্!'

জ্যোতির্ময়ী নারী উন্মাদিনীর ন্যায় সুভাষকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন, আমার ভক্ত পুত্র! আমায় তুমি এত ভালবাস? দেশের জন্য তোমার প্রাণ এত কাঁদে? যাও, বীরের মত দেশের কাজ কর

সুভাষ মুক্ত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিল, 'বন্দে মাতরম্!' সঙ্গে সঙ্গে কাহারা বলিয়া উঠিল, 'বন্দে মাতরম্!' সেই শব্দে সুভাষের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল—সে সচেতন হইয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

কি দেখিল? সে তাহার জননীর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া দিব্য আরামে শয়ন করিয়া আছে এবং পার্শ্বে বসিয়া পিতা তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। সুভাষের ঘুম ভাঙ্গিতে দেখিয়া তাঁহার জননী বলিলেন, আবার বল বৎস! 'বন্দে মাতরম্!'

সুভাষ চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে উঠিয়া বসিল। তখন জননীর

মহাশয় বলিলেন, চল সুভাষ! আগে আমরা পেট পুরে আহার করিগে। তারপর, সকলে মিলে কোমর বেঁধে দেশের কাজে লেগে যাব। বল, আবার বল, 'বন্দে মাতরম্!'

সুভাষ মহানন্দে বলিয়া উঠিল, 'বন্দে মাতরম্!'

সঙ্গে সঙ্গে তাহার জননীও সুমধুর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'বন্দে মাতরম্!'

সমাপ্ত

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES

শ্রীশশিভূষণ দাস প্রণীত

সোনার প্রতিমা

বধূদের হাতে তুলিয়া দিবার মত বৃহৎ সামাজিক উপন্যাস।—এ গতে যাঁরা সৎ-বা আছেন, তাঁহারা এ পুস্তক পাঠে দিব্যজ্ঞান লাভ হইবেন। সুন্দর বাঁধাই মূল্য সাত সিকা।

যুগল মিলন

বিধবা বিবাহ সমস্যা পরিপূর্ণ সামাজিক উপন্যাস।—এ সমাজের ঘরে ঘরে কত ব্যভিচার কত পাপের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, তাহারই জলন্ত প্রতিকৃতি এ পুস্তকে বর্ণিত আছে—তাহা হাল্কা আছে পড়ে কলঙ্ক ও সমাজপতির নিষ্ঠুর অত্যাচার কাহিনী। সুন্দর বাঁধাই মূল্য দুই টাকা।

দিদিমণি

এমন সুন্দর পবিত্র আদর্শ সতী চরিত্র এ যাবৎ কোন উপন্যাসে বাহির হয় নাই। সুবৃহৎ সুন্দর বাঁধাই এর মূল্য আড়াই টাকা।

বন্দী

বন্দী করিয়া কৌশলে জ্ঞান শিক্ষা দিবার কথা। এমন রহস্যপূর্ণ সামাজিক উপন্যাস বঙ্গ সাহিত্যে বিরল। মূল্য পাঁচ সিকা।

পূজার ভক্ত

মনোমোহন বা শিবরের একটী মানবীয় বৃত্ত। মূল্য পাঁচ সিকা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বেকার সমস্যার সমাধান

কর্ম অভাবে যাহারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা আমাদের এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জনের আনন্দ উপভোগ করুন। যেখানে বাদালী—যেখানে জনতা—সেইখানে দাঁড়াইয়া এই পুস্তকের কবিতাটী উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিলে যথেষ্ট পুস্তক বিক্রয় হইয়া থাকে। বহু সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান এই কার্য্য করিয়া প্রতিদিন তিন চারি টাকা উপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছেন। ইহা কি সুখের বিষয় নহে? গোলামি করিয়া আত্মরক্ষা করা জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত মনে না করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করুন।

এই পুস্তকের পাইকারী দর প্রতি শত এক টাকা বার আনা। ভি: পিতে একশত পুস্তক দুই টাকা পড়িবে। অধিক পুস্তকের দর চুক্তি দর স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

এন, এন, দাস ব্রাদার্স

৪ দীননাথ মিত্র লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(চাটুয্যের বাজারের দক্ষিণ দিকের সমুখস্থ গলি)

প্রকাশক ও প্রিন্টার—প্রীনগেন্দ্র নাথ দাস। "আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস" ৪ নং দীননাথ মিত্র লেন, কলিকাতা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA